মৌলবাদ

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

MOULABAD

A collection of essays on Fundamentalism

Edited by Susanta Pal

First Published
September, 2025

ISBN 978-81-7572-271-2

Price ₹ 595

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রচ্ছদ
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্র : অন্তর্জাল

দাম ₹ ৫৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লহিয়া বিচার নাহিকো জানে...

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনও অংশ কোনও মাধ্যমে কোনোরকম পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা আইনত দণ্ডনীয়।
প্রবন্ধের যাবতীয় বক্তব্য একান্তই প্রাবন্ধিকের নিজস্ব।

Have courage to use your own understandingœ

ইমানুয়েল কান্ট

বাউল গানের সংকলন 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ পুরাণে ছগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।'' রবীন্দ্রনাথের কল্পিত আদর্শ মহামানবের সাগরসংগম ভারততীর্থে আজ অসভ্য বর্বরদের পদসঞ্চার। মত-পথ-ভাব-চেতনার বর্ণবিচিত্র প্রবাহ ও তার অন্তর্লীন যোগসাধনের মূলোচ্ছেদ করে তাঁরা প্রয়োজনের বর্তমান নির্মাণ করতে চায়। 'বিবিধের মাছে মিলনের' ভারতীয় ঐতিহ্য আজ সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর প্রতিযোগিতামূলক মৌলবাদী কার্য্যক্রমে ধ্বংস করে চলেছে মানবের অন্তরতর সত্য। প্রীতি-প্রেম-সৌহার্দ্য হারাতে বসেছে পরিকল্পিত কোরান-পুরাণের বিবাদে। মননবিহীন মন্ত্র আজ সোল্লাস চিৎকার, দমনের স্লোগান। বর্ণবাদ মনুবাদী মানসিকতা মানুষকে থাকবন্দি করতে চাইছে ধর্ম, জাতপাত, কুলীন-অশুচির বিচারভেদে। কট্টর ঐস্লামিক সন্ত্রাসীরা জেহাদ ঘোষণা করেছে সভ্যতা তথা এযাবৎ যাবতীয় মানবিক অর্জনের বিরুদ্ধে। পহেলগাঁও-য়ে বর্বরতা আতঙ্কিত শিহরিত করেছে আমাদের। গাজায় জায়নবাদীদের পরিকল্পিত গণহত্যা পূর্বাপর সমস্ত মানবীয় নৃশংসতা ও ক্রূরতার সীমা অতিক্রম করেছে। আমেরিকার রেস্তোরাঁয় শপিংমলে স্কুলে বন্দুকবাজ খ্রিস্টীয় মৌলবাদীরা মাছে মাছেই কেড়ে নিচ্ছে কতশত

সাধারণ নাগরিকের প্রাণ। উধাও মানুষ, ঘৃণার পিঠে প্রতি-ঘৃণা আজ প্রকাশ্য। মানব-বিনষ্টির, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-র এই কালো-সময়ে নিশ্চিত ফিরে যেতে হবে শিকড়ে। সভ্যতার মূল, আবহমান মানবোচিত সংস্কৃতির প্রাণ যেখানে অনাদি অনন্তের উৎসে সীমা অসীমের কেন্দ্রে সেথায়; মানুষ যেখানে মূল। শাস্ত্রাচার লোকাচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে মুক্ত মানুষ। ''মানুষ ছাড়া খ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।''

দৌড় থামিয়ে আত্মসন্ধানে মগ্ন হওয়ার সময় আজ। গোলকায়ন আমাদের ছুটিয়ে মারছে। ভোগ্যপণ্য চাইতে চাইতে কিনতে কিনতে আমরা পণ্যদাস হয়ে পড়ছি। ঠজুগে মেতে ভুলেছি আমাদের অস্তিত্ব। অনালম্ব সত্তা আমাদের কেনা যায় সহজে, বশ মানানো যায়, ঘুম পাড়ানো যায়, বুকে পোরা যায় প্রতিহিংসার বারুদ। ছুটতে ছুটতে কখন যে জীবনবিচ্ছিন্ন, আত্মপরিচয়বিহীন হয়ে পড়েছি, সংবিৎ নেই তারও। নাগরিক আমরা ভাবি বি-জ্ঞাপনে ভর-ভরন্ত আমাদের অভিজ্ঞান। জাত-বর্ণ-অর্থ-শিক্ষা, সর্বোপরি ধর্মীয় একানুগত্যের কত-না অনমনীয় অনড় ঘোষণা; রাজনৈতিক আনুগত্য অথবা নিরপেক্ষতার ভানের। কিন্তু, উল্লাসে, বিদ্বেষে, মৈথুনের রবরবায় নিজেকে জানা? ওখানেই রয়েছে মস্ত ফাঁকি।

আমাদের উপনিষদ তো বলেছে ''আত্মানং বিদ্ধি'' নিজেকে জানো। আর আর্য্যেতর সহজপথের সাধকেরা বলেছেন, আপনাকে জানলেই জগতকে চেনা যায়, পরমপুরুষকে পাওয়া যায় আপনার আপনে। মন্ত্রতন্ত্র জপতপ তসবিহ নামাজে উপাসনালয়ে অযোধ্যা, বারাণসী, মক্কা, মদিনায় মানুষ অধরা-কে খুঁজে ফেরে। 'বেদ বিধি শাস্ত্র কানার' এই হাটবাজারে 'মানুষ রতন' পাওয়া বড়ো দায়। মানবতন্ত্র পণ্ডকারী বৈচিত্র্য-বিরোধী একমুখী, পরিবর্তন বিমুখ, অসহিষ্ণু, স্থাণু, শাস্ত্রসর্বস্ব ধর্মের মধ্যেই মৌলবাদী কাঠামো বর্তমান। শাস্ত্র এখানে মূল, ও তার ব্যাখ্যাতা কর্তৃত্বকারীর কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে চলাই হল ধর্মের পথে থাকা। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চরম, ন্যূনতম দ্বিধা বিভক্তি দ্রোহের শামিল, জ্ঞান স্বয়ম্ভু তাই প্রশ্ন অচল। ওপর থেকে সরাসরি নীচে নেমে আসে কর্তব্যাবলি অথবা ফতোয়া; অনুসারী-ভক্তি-ভয়ে পরিবারবাহিত বিশ্বাসে আজ্ঞা পালন হয় যথাযথ। মূলগত জ্ঞান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারীরা অপর ধর্মীয় মৌলিক-প্রত্যয় থেকে আচার-রীতি-আলোচনার মাধ্যমেই স্ব-মূলের পৃথকত্ব বজায় রাখে, অথবা তুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মূলেই বিভেদাচারের খোপে মানুষকে অসহিষ্ণু করে। সহজ মানুষের সন্ধানী তাই বলেছেন—

যতসব কানার হাট বাজার
বেদ বিধি শাস্ত্র কানা, আর এক কানা মন আমার।
পণ্ডিত কানা অহংকারে, সাধু কানা অবিচারে,
কানায় কানায় যুক্তি করে, যেতে চায়রে ভব পার।

কেউবা হয়ে দিন কানা পরের দোষে দিচ্ছে হানা,
রাতকানা কেউ শুয়ে শুয়ে ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার।
কানায় কয় কানারে কানা, আমার পথে চলে আয় না,
আচ্ছা মরি ববুয়ানা, তোর পথে কি আছে সার।
কানায় কানায় ঠেলাঠেলি, বেশ করতেছে গালাগালি,
মনমোহন কেন কানা হইলি, অন্ধ হয়ে থাকে এবার।
আন্ধার খেলা ধান্ধার মেলা, বোবায় খাইছে রসগোল্লা,
অন্ধা ধান্ধা, বোবা কানা, মজা লুটে নিছে তার।।

অনুমানের কল্পলোকে সহজপথের মানুষের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই মানুষ সৃষ্ট ভেদাভেদে, পূজা-রোজায় মূর্তি-প্রতিমা বিধি-বিধানে। বাহ্য ঈশ্বর তাঁদের উপাস্য নয়, বিশ্বনাথকে অন্তরে উপলব্ধি তাঁদের সাধন-ভজনের মূলে। অন্তরের প্রেমিকপুরুষকে সহজপথিক প্রেমে আপন করে নিতে চেয়েছেন। জ্ঞান ও কর্মের চেয়ে প্রেমভক্তির অনাবিল যোগ ধ্যানে ভেসে চলে সহজ মানুষের সাধনতরি। মানুষ হয়ে 'মানুষরতন' খুঁজে ফেরে খ্যাপা ''যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা'' তাঁকে ঘুরিয়ে মারে। পথে পথে তিনি পা মেলান। সকল বিভেদাচারকে তুচ্ছ মনে করে তিনি জাত-মান-কুল হারান। কীর্তি মান যশকে নিরর্থক, হিন্দুয়ানি মুসলমানি শাস্ত্র-শরিয়তকে অন্তঃসারশূন্য মনে করে মরার আগে মরে শমন জ্বালা জুরাতে চান। প্রথাগত ধর্মের পরাকাষ্ঠা গণ্ডির বাঁধন ছাড়িয়ে অহং লোপের সাধনায়। বেশ-ভাষা-ভাবে সকলকে জড়িয়ে 'জ্যান্তে মরা' এই দিবানা পাগলরা মানবসত্যের ওপর তাঁদের ধর্ম মেলাতে চেয়েছেন। নির্মল অন্তরে আরস পেতেছেন পড়শি ঈশ্বরকে ছুঁয়ে দেখতে। বিদ্বেষ বিষ নাশ করে মানবসাম্যের এই বাণী একসময় উচ্চবর্ণীয়, মুখ্যধর্মীয় প্রতাপ, ফতোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক নিগড়তা থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। সমন্বয়ধর্মী এই পথ কায়াযোগে বিশ্বযোগ সাধনার। সাধনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। 'মনের মানুষ', 'অটল মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'সোনার মানুষ', ''অধর মানুষ', 'রসের মানুষ'। নিজের মাছে, মানুষের মাছে সহজিয়া চাতক-হৃদয়ে পরম মানুষের খোঁজ করেন। এই অকালে ডুব দিতে হবে তাই লোকায়তের অন্তরে। যেখানে আছে আমার আমি, সহজ আমি, মানুষ আমি।

অথচ, মানুষ নিজেই গিয়েছে হারিয়ে। নানা নামচিহ্নের খোপে স্ফীত হয়ে চলেছে জনসংখ্যা। ভূতগ্রস্ত ঘাতক আত্মকণ্ডূয়নের কাছে আত্মসমর্পণ না-করে হাতে হাত ধরে মূলে ফিরতে হবে আজ; মানুষিক ভাষা, সংস্কৃতির কাছে। ঘৃণা-বিদ্বেষে বিষাক্ত, সবেতেই মুনাফা খোঁজা, পাঁচমেশালি কালচারে কিম্ভূতকিমাকার এই সময়ের উজানে পথ হাঁটতে হবে আজ। ডাক এসেছে 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।'

মানুষ খুঁজে লোকসংস্কৃতির মূলে ফিরতে চেয়েই অভিক্ষেপ পত্রিকা ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৈশাখের বিষয় করেছিল মৌলবাদ। আমরাও শেকড় সন্ধানী, তবে ফিরতে চাইছি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির মূলে; একরোখা আগ্রাসী মৌলবাদী আক্রমণের বিপরীতে সংশয়-অন্বিত মুক্তচেতনা, তথা মানুষ-ভজনার ধর্মে। জাত বিকিয়ে যেখানে হিন্দু গোঁসাইকে মুর্শেদ মনে করেন মুসলমান শিষ্য, মুসলমান ফকিরকে একমাত্র আরাধ্য রূপে প্রাণে ধরেন হিন্দু মুরিদ। ভাঙাভাঙি ভাগাভাগির সময়ে মানবঅর্হণা অ-মূল্য। মিলনের আজ বড়ো প্রয়োজন।

মানুষের মানুষিক মর্য্যাদায় বাঁচা সভ্যতার একান্ত অবিকল্প শর্ত।

ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ ও মৌলবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল পুনশ্চ। ওরা-ও 'তিমির হননের' যাত্রী।

১৫ আগস্ট, ২০২৫। সুশান্ত পাল

সূচিপত্র

Have courage to use your own understandingœ

***

ধর্মেরঅধিকার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫
ভারতেব মানবতাধর্ম	ক্ষিতিমোহন সেন	৩২
আমাদের ভাষাসমস্যা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	৪০
মানবতন্ত্র	আবুল ফজল	৪৮

***

মৌলবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	ভবানীপ্রসাদ সাহু	৫৮
প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম	শোভনলাল দত্তগুপ্ত	৬৯
‘ধর্ম ও ব্রেইন’ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি	আবুল বারকাত	৮১
ধর্ম, ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা মৌলবাদের সুলুক সন্ধান	দেবনারায়ণ মোদক	৯৩
পরিচিতি সত্তা ও মৌলবাদ	মহ. সিরাজুল ইসলাম	১০৬
মতাদর্শিক মৌলবাদ	সন্তোষ কুমার পাল	১১১
মৌলবাদের ‘পর্বান্তর’ (?)	দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০
সেকুলারবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা	কণিষ্ক চৌধুরী	১৩৩
এর উত্থান ওর পতন	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৪৭

ধর্মীয় মৌলবাদের দার্শনিক পর্যালোচনা	উমা চট্টোপাধ্যায়	১৫৫
পার্টিতন্ত্র	সঞ্জীব দাস	১৫৯

***

সভ্যতার সংঘাত ও মৌলবাদের উত্থান

হান্টিংটনের তত্ত্ব ও বিকল্প ভাবনা	সৌম্য মুখোপাধ্যায়	১৬৯
ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বজনের বিপদ	আনু মুহাম্মদ	১৮০
মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ	আকবর আহমেদ	১৯৫
বাংলাদেশে মৌলবাদ পুনরুত্থানের নেপথ্য বীজ	অনিরুদ্ধ আকাশ	২০৬
ধর্মীয় মৌলবাদ ফ্যাসিবাদেরই অনুষঙ্গ	মযহারুল ইসলাম বাবলা	২২১
আফ্রিকায় মৌলবাদ	সেমন্তী বসু	২২৮
সন্ত্রাসবাদের ওরা-আমরা	একবাল আহমেদ	২৩৮

***

মৌলবাদ ও বিজ্ঞান	অরুণাভ মিশ্র	২৪৭
ধর্মীয় মৌলবাদ ও আজকের নারী-আন্দোলন	মালিনী ভট্টাচার্য	২৬৩
মুক্তচিন্তা ও প্রগতি বনাম মৌলবাদ ও প্রকট/প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিজম	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	২৭২
মৌলবাদী রাজনীতি ও তার বিকল্প সন্ধান	বিপ্লব নায়ক	২৮৪

***

উচ্চধর্মের মৌলবাদী ঔদ্ধত্যই বাংলার গৌণধর্মের উদ্ভবের কারণ	লীনা চাকী	২৯৬
হিন্দু সমাজে আত্মীকরণ ও মৌলবাদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়	তরুণ কুমার দত্ত	৩১০
ইসলাম বনাম ইসলামি মৌলবাদ	সাহাবুদ্দিন	৩২৩
এখন-তখনের খ্রিস্টধর্মীয় মৌলবাদ একটি সহজপাঠ	মৃন্ময় মুখার্জি	৩৪০
জায়নবাদের উদ্ভব, আদর্শ ও আধুনিক রাষ্ট্ররূপ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	রেশমী ভাদুড়ী	৩৪৭

***

ইতিহাস নির্মাণে মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি পর্যালোচনা	গোপাল চন্দ্র সিনহা	৩৫৯
মৌলবাদ, বাঙালি-সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ	মলয় রক্ষিত	৩৭৪
মৌলবাদ ও শিল্পকলা প্রসঙ্গে দু-চার কথা	দেবরাজ গোস্বামী	৩৯৭
ভাষা সাহিত্য যৌনতার আমরা-ওরা	সুশান্ত পাল	৪০৭

***

লেখক পরিচিতি	৪২৫

ধর্মের অধিকার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো— অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়— এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে— সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন— বলিয়াছেন, পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনও শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমরা চরমলোক সে তোমাদের

এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না বিকশিত হয়, সঞ্চিত হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্য সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারে সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনও তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়।

এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনও তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ— অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনও তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না— তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে— এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখো এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মতো করিয়াই সকলকে

দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড়ো হও, ভালো হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করো।

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে— তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়— তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ— সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়— বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে, সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না— কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন